দৈনিক ইত্তেফাক
23 OCT 1990

ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক

অচিরেই বর্তমান সরকারমুক্ত বাংলাদেশ কায়েম করিতে চাই।

সমাবেশে ব্যারিষ্টার ইশতিয়াক আহমেদ বলেন, ছাত্ররা ঐক্যবদ্ধ হইয়া জাতির বহুদিনের প্রত্যাশা প্রমাণ করিয়াছে। আমরা নয়া প্রভাতের আভাস পাইতেছি। বিগত দিনে ছাত্রদের গৌরব উজ্জ্বল ভূমিকার প্রশংসা করিয়া তিনি বলেন, হতাশার কিছু নাই। অবিলম্বে নয়া ইতিহাস সৃষ্টি হইবে। ছাত্ররাই এই ইতিহাস সৃষ্টি করিবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত নয়া অধ্যাদেশের সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন, বৃটিশ, পাকিস্তান আমলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসনের উপর এইরূপ হামলা হয় নাই। রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে অধিষ্ঠিতরা অন্ধ, বধির ও অশিক্ষিত বলিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর অবৈধ আইন করিয়াছে। তিনি শিক্ষার অধিকার আদায়, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ সকল মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চলমান আন্দোলনের সাফল্য কামনা করিয়া বলেন, সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত রাজপথের আন্দোলন চলিবে।

শামসুল হক চৌধুরী বলেন, চলমান আন্দোলনে কথার ঐক্যের চাইতে কর্মসূচীর ঐক্য প্রয়োজন। তিনি ছাত্রদের মত ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করার জন্য জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন আহমেদ বলেন, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বিপর্যয়ের মুখোমুখি। তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত নয়া অধ্যাদেশ বাতিলের আহ্বান জানাইয়া বলেন, সরকার বিশ্ববিদ্যালয় খুলিয়া না দিলে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ '৭৩ এর ক্ষমতাবলে আমরা ছাত্র-শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় চালু করিব। তিনি সরকার বিরোধী আন্দোলনে যেকোন মূল্যে ঐক্য অটুট রাখার আহ্বান জানান।

ফয়েজ আহমেদ বলেন, ছাত্রসমাজ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সূচনা করিয়া নয়া ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে। ছাত্রদের আন্দোলনের সহিত একাত্মতা প্রকাশ করিয়া তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কে বন্ধ করিল অথবা খোলা রাখিল উহাকে গুরুত্ব না দিয়া ছাত্র শিক্ষকেরা বিশ্ববিদ্যালয় খুলিয়া দিন। তিনি চলমান আন্দোলনকে গণ অভ্যুত্থানে রূপ দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহলের প্রতি আহ্বান জানান।

ডঃ আলাউদ্দীন আহমেদ বলেন, শুধুমাত্র অনৈক্যের কারণে সরকার দীর্ঘদিন ধরিয়া ক্ষমতায় টিকিয়া আছে। ছাত্রদের ঐক্যের প্রশংসা করিয়া বিরোধী দলসমূহের উদ্দেশে তিনি বলেন, যুগের দাবী মিটাইতে আপনারা ঐক্যবদ্ধ হউন। অন্যথায় আপনাদের বিরুদ্ধেও আন্দোলন শুরু করা হইবে।

ছাত্রলীগ (হা-অ) সভাপতি হাবিবুর রহমান হাবিব বলেন, জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী ছাত্র-সমাজ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কারণে একটি মহল ঐক্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করিতেছে। চলমান আন্দোলনে ২ নেত্রীর প্রতি জনগণের প্রত্যাশা অনেক। তাহারা এমন কোন শ্লোগান দেন নাই যাহাতে বিভেদের সৃষ্টি হয়। জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু শ্লোগান ছাত্রদের আন্দোলনে ফাটল ধরায় নাই। বরং ঐক্য অটুট করিয়াছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত নয়া অধ্যাদেশ প্রসঙ্গে হাবিব বলেন, এই অধ্যাদেশ গণবিরোধী কাজেই রক্তের বিনিময়ে হইলেও ইহা প্রতিহত করা হইবে।

সভাপতির ভাষণে ডাকসুর ভিপি আমান উল্লাহ আমান বলেন, ছাত্রদের ইস্পাত কঠিন ঐক্যের ভয়ে সরকার অবৈধ আইন করিয়া ঢাকা, রাজশাহী, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিয়াছে। কিন্তু সরকারের জানা উচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের মাধ্যমে আন্দোলন দমন করা যায় না। ছাত্ররা স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করিয়াছে। অতীতের মত আন্দোলন সফল না হওয়া পর্যন্ত তাহারা ঘরে ফিরিবে না। আমান বলেন, জাতীয় অঙ্গনের কোন বিতর্ক আমাদের মূল সমস্যা নয়। সরকার আমাদের মূল সমস্যা। তিনি হুশিয়ারি উচ্চারণ করিয়া বলেন, ছাত্রদের ঐক্যে চির ধরনোর চেষ্টা করিয়া কেউ যদি আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে প্রয়াসী হন তাহা হইলে প্রকাশ্য রাজপথে তাহার অথবা তাহাদের বিচার করা হইবে। আমান সরকার বিরোধী আন্দোলন জোরদার করার জন্য পাড়ায়, মহল্লায়, গ্রামে গঞ্জে ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।

সমাবেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলিয়া দেওয়ার দাবীতে ২৫শে অক্টোবর সারাদেশে বিক্ষোভ ও ঢাকায় শিক্ষাভবন ঘেরাও কর্মসূচী সফল করার আহ্বান জানান হয়।

মইনুল হোসেন

সমাবেশে ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন চলমান আন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকার প্রশংসা করিয়া বলেন, ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় জাতীয় পর্যায়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তোলা সম্ভব। কারণ তাহারাই নিঃস্বার্থ এবং সংগ্রামে সাহসী। দেশে দেশে স্বৈরশাসন ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলনের কাজেই পরাভব স্বীকার করিয়াছে। ছাত্র সমাজ স্বৈরশাসন বিরোধী বলিয়া দেশে দেশে ছাত্র সমাজের সচেতন অংশকে আক্রমণের লক্ষ্য হিসাবে বাছিয়া নেওয়া হইয়াছে।

সরকারের তীব্র সমালোচনা করিয়া ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন বলেন, প্রশাসনকে গণবিরোধী করিয়া দেশে দেশে স্বৈরশাসন টিকিয়া থাকার চেষ্টা করে। সংশ্লিষ্ট সকল মহলের প্রতি আহ্বান জানাইয়া তিনি বলেন, স্বৈরশাসকদের সাহায্য করিবেন না। তাহাদের লাঠিয়াল হইবেন না। ছাত্ররা আমার-আপনার সন্তান, তাহাদের রক্ত ঝরাইবেন না। দেশে আইনের শাসন, জনমতের শাসন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সমর্থন করা সকল বিবেকবান দেশপ্রেমিকের দায়িত্ব।

সমাবেশে সমবেত ছাত্র-জনতার উদ্দেশ্যে ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন বলেন, আন্দোলনে সাফল্য লাভের পূর্বশর্ত হইল সঠিক নেতৃত্ব। কাজেই নেতৃত্বের ক্ষেত্রে আর গোঁজামিল নয়। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য চাই যোগ্য ও পরীক্ষিত নেতৃত্ব।

তিনি বলেন, স্বৈরশাসন জাতির ধংস আনিয়াছে। শিক্ষাকে ধ্বংস করিয়াছে। অর্থনীতিকে ধ্বংস করিয়াছে। জাতির মর্যাদা মলিন করিয়াছে। দেশে লুটেরাদের রাজত্ব কায়েম করিয়াছে।

মইনুল হোসেন বলেন, ক্ষমতাসীন ও তাহাদের আশে-পাশের লোকদের সম্পত্তির হিসাব লইলেই দেখা যাইবে কে কি করিয়াছেন।

রক্ত মূল্যে অর্জিত ঐক্যকে বজায় রাখার আহ্বান জানাইয়া তিনি বলেন, বিভ্রান্তির ধূম্রজাল মুক্ত করিতে হইলে আন্দোলনকে চিহ্নিত সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিতে হইবে।

তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন বিরোধী কোনো অধ্যাদেশ কিছুতেই মানিয়া নেওয়া হইবে না। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় অবিলম্বে খুলিয়া দিতে হইবে।